দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JAN 1997
পৃঃ ৮ কলাম ৭

শনিবার উইলস লিটল ফ্লাওয়ার্স স্কুলে নার্সারীতে ভর্তি পরীক্ষা ছিল। শিশু সন্তানদের সঙ্গে এসেছিলেন অভিভাবক-অভিভাবিকা। তাদের উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। —দৈনিক বাংলা

"ইচ্ছা করে সবাইকে স্কুলে ভর্তি করি কিন্তু উপায় নেই, আসন সীমিত"

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ফুলের মত সুন্দর সুন্দর শিশু। ইচ্ছা করে সবাইকে স্কুলে ভর্তি করি। কিন্তু উপায় নেই। স্কুলে আসন সীমিত। আসনের দিকে তাকিয়ে অনেক শিশুকে ভর্তির সুযোগ থেকে বাদ দিতে হচ্ছে। খুব খারাপ লাগছে। তারপরও ভর্তির সুযোগ থেকে বাদ দেয়ার জন্য কিছু নিয়ম আমাদের করতেই হয়েছে।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম তাঁর স্কুলের ভর্তি সম্পর্কে এ কথাগুলো বলেন। গতকাল থেকে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে ভর্তির জন্য পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে এবার চারটি শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। নার্সারী শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী উভয়কেই ভর্তি করা হবে। বাংলা মাধ্যমে কেজি শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবার শুধু ছেলেদের ভর্তি নেয়া হবে। এই তিনটি শ্রেণীতে ইংরেজী মিডিয়ামে এবার সীট নেই। সীট নেই স্কুলের অন্যান্য শ্রেণীতেও।

নার্সারী শ্রেণীতে শনিবার ছিল ভর্তি পরীক্ষা। ভর্তির জন্য শিশুদের আবেদন-পত্র জমা নেয়া হয় ৩১ ডিসেম্বর '৯৬ পর্যন্ত। স্কুলের ১৮০টি আসনের জন্য প্রায় সাড়ে তিনশ শিশু ভর্তির আবেদন করে। গতকাল চার-পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য মা-বাবারা স্কুলে নিয়ে আসেন। ছেলে-মেয়েদের আদৌ স্কুলে ভর্তি করাতে পারবেন কিনা এব্যাপারে শিশুদের মা-বাবারা ছিলেন অনিশ্চিত। সকাল থেকেই পরীক্ষা শুরু হয়। উদ্বিগ্ন মা-বাবারা শিশুদের নিয়ে স্কুলের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। মাইকে এক একটি শিশুর নাম ডাকা হয়, আর মা-বাবারা ভয়ে ভয়ে তাদের বাচ্চাদের শিক্ষকদের কাছে পাঠান। পরীক্ষা তেমন কিছু নয়। এত ছোট বাচ্চা কি পরীক্ষাই বা দেবে। তারপরও পরীক্ষা, পরীক্ষাই। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে নার্সারী শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার কিছু নিয়ম শিক্ষকরা ঠিক করেছেন। শিশুদের মৌখিক পরীক্ষা এবং আইকিউ টেস্ট হবে। পরীক্ষার জন্য ভর্তি কমিটির সামনে প্রথমে শিশুদের একা যেতে হবে। যেসব শিশু একা যেতে চাইবে না, তারা পরীক্ষায় ফেল করেছে বলে ধরে নেয়া হবে। যেসব শিশু ভর্তি কমিটির কাছে যাবে তাদের আয়ত্বের মধ্যে বিভিন্ন কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে।

এসব নিয়ম অনুযায়ী গতকাল উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে শিশুদের পরীক্ষা নেয়া হয়। যেসব শিশু মা-বাবা ছাড়া ভর্তি কমিটির সামনে যায়নি, তাদের ভর্তির অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। যারা ভর্তি কমিটির কাছে গেছে তাদের কাউকে ফুল সম্পর্কে, ফল সম্পর্কে, মা-বাবার নাম, খাবার-দাবার ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তুমি কি খেতে ভালবাস? টেলিভিশনে তুমি কি কি দেখ? এভাবেই শিক্ষকরা ঠিক করেছেন কোন শিশুকে ভর্তি করবেন, কোন শিশুকে ভর্তি করবেন না।

শিশুদের পরীক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ শাহ আলম বলেন, জীবনের প্রথম পরীক্ষা দিতে এসে যে শিশুটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে, তার জন্য খুব দুঃখ হয়। মা-বাবাদের মন যেমন ভেঙ্গে যায়, তেমনি শিক্ষক হিসাবে আমাদেরও মন ভেঙ্গে যায়। যে শিশু আজ ভর্তির জন্যে এসেছিল সে ঐ বাবা-মায়ের প্রথম পুত্র কিংবা প্রথম কন্যা। জীবনের প্রথমেই ব্যর্থ হওয়াটা একজন মা-বাবার জন্য খুবই দুঃখের। কিন্তু আমরা আর কি করতে পারি? এ প্রসঙ্গে তিনি একটি শিশুর মায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, বয়সের কারণে একটি শিশুকে আমরা বাছাই থেকে বাদ দিই। এ কারণে ঐ মা কেঁদে অস্থির। উল্লেখ্য, নার্সারী শাখায় চার বছরের শিশুদের ভর্তি করা হচ্ছে।

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে নার্সারী ছাড়া কেজি শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রায় সাড়ে চারশ শিশু আবেদন করেছে। নির্ধারিত আসনের চেয়ে আবেদনকারীর সংখ্যা কয়েক গুণ।

জনাব শাহ আলম দুঃখ করে বলেন, ঢাকা শহরে একটির পর একটি মার্কেট হচ্ছে। কিন্তু সে অনুপাতে স্কুল হচ্ছে না। যে কয়টি স্কুল হচ্ছে তাও আবার বেসরকারী উদ্যোগে এবং ব্যবসায়ীকভাবে। ঢাকা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হচ্ছে। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল স্কুল হচ্ছে না। তিনি সরকারী উদ্যোগে এবং মিউনিসিপ্যালটির উদ্যোগে ঢাকায় উন্নতমানের স্কুল প্রতিষ্ঠার আহবান জানান।

শনিবার উইলস লিটল ফ্লাওয়ার্স স্কুলে নার্সারী শ্রেণীতে মৌখিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয় —দৈনিক বাংলা

ভর্তি পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে স্কুল প্রাঙ্গণে মায়েরা নিজেদের সন্তানকে শেষবারের মত শিখিয়ে-পড়িয়ে দিচ্ছেন —দৈনিক বাংলা